সপ্তম অধ্যায়

প্রসঙ্গ ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী ও জন্মবার্ষিকী পালন

১। হযরত আব্বাছ (রাঃ) নূর নবী (দঃ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে ৯ম হিজরীতে একটি কবিতায় বলেছেন-

وَاَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ+وَضَائَتْ بِنُوْرِكَ الْاُفُقُ-

অর্থ-"হে প্রিয় রাসুল, আপনি যখন ভুমিষ্ট হন, তখন পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং আপনার নূরের ছটায় চতুর্দিক আলোময় হয়ে গিয়েছিল"।
(নশরুত ত্বীব, মাওয়াহিব, বেদায়া ও নেহায়া)

২। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিলাদুন্নবী (দঃ) বর্ণনা প্রসঙ্গে একখানি কবিতাগ্রন্থ লিখেছিলেন এবং হুযুর (দঃ) কে শুনিয়েছিলেন- পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয়েছিল "দিওয়ানে হাসসান বিন সাবিত"। তিনি লিখেন-

اِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ+كَاَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ-
وَضَمَّ الْاِلٰهُ اِسْمَهٗ اِلٰى اِسْمِهٖ+اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ-
وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ+فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ-

অর্থ-"হে প্রিয় রাসুল! আপনি সর্ব প্রকার ত্রুটিমুক্ত হয়েই মাসুম নবী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। মনে হয়- যেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই আপনার বর্তমান সুরত পয়দা করা হয়েছে"। "মহান আল্লাহ্ আযানের মধ্যে আপন নামের সাথে নবীর নাম সংযোজন করেছেন-যখন মোয়ায্যিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানে উচ্চারন করেন "আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ (দঃ)"। "আর আল্লাহ আপন নামের অংশ দিয়ে তাঁর প্রিয় হাবীবের নাম রেখেছেন। আরশের অধিপতি হলেন 'মাহ্মুদ' এবং ইনি হলেন 'মোহাম্মদ' (দঃ)"। মাহ্মুদ থেকে মোহাম্মদ নামের সৃষ্টি হয়েছে এবং আহাদ থেকে আহমদ নামের সৃষ্টি হয়েছে (আল হাদীস)। মাহমুদ থেকে মোহাম্মদ গঠনে একটি ওয়াও (وَ) অক্ষর বাদ দিতে হয় এবং আহাদ থেকে আহমদ গঠনে

www.sunnibarta.com

একটি মিম (ম) অক্ষর যোগ করতে হয়। যোগ বিয়োগের এই প্রক্রিয়াটি সুফী সাধকগণের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ মাহমুদ ও মোহাম্মদ এবং আহাদ ও আহমদ অতি ঘনিষ্ট। আল্লাহ্ নামটি চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং মোহাম্মদ ও আহমদ নামটিও চার অক্ষর বিশিষ্ট। প্রধান ফিরিস্তা, প্রধান আসমানী কিতাব, প্রধান সাহাবী, প্রধান মযহাব ও প্রধান তরিকার সংখ্যা চার চার এবং সৃষ্টির প্রধান উপাদানও চারটি- যথা-আব, আতিশ, খাক, বাদ (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু)। কালেমা তাইয়েবায় তাওহীদের অংশ বার অক্ষর বিশিষ্ট এবং রিসালাতের অংশও বার অক্ষর বিশিষ্ট। নবী করিম (দঃ)-এর নামকরণ এবং কলেমাতে আল্লাহর সাথে মোহাম্মদ নাম সংযোজন- সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এতে মানুষের কোন হাত নেই। সুতরাং এই পরিকল্পনার তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করাও মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

এখানে উপরোল্লেখিত হযরত আব্বাস ও হযরত হাসসান সাহাবীদ্বয়ের (রাঃ) কাব্য রচনার ঘটনাটি ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন ও স্মরণিকা প্রকাশের একটি উত্তম দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে ছুরা ইউনুছ ৫৮ আয়াতে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঈদ ও পবিত্র আনন্দানুষ্ঠান পালনের কথা উল্লেখ করেছেন। সুরা বাকারাতে মুছা (আঃ) ও বনী ইসরাইলগণের নীলনদ পার হওয়া এবং প্রতি বৎসর এ উপলক্ষে আশুরার রোযা ও ঈদ পালন করা এবং সুরা মায়েদায় ঈছা (আঃ) ও বনী ইস্রাইলের হাওয়ারীগণের জন্য আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক যিয়াফত হিসাবে মায়েদা অবতীর্ণ হওয়া উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করার কথা কোরআনে উল্লেখ আছে।

বনী ইস্রাইলদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিলের স্মরণে যদি প্রতি বৎসর ঐ দিনে ঈদ পালন করা যায়, তাহলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত- রাহমাতুল্লীল আলামীন (দঃ)-এর আগমন দিবস উপলক্ষে প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা যাবেনা কেন? হুযুর করিম (দঃ) কে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)! প্রতি সোমবার আপনার রোযা রাখার কারণ কি? হুযুর (দঃ) বললেন– "এই দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই

www.sunnibarta.com

(সোমবার) ২৭ শে রমযান আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে"। উক্ত প্রমানাদিই ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনের স্বপক্ষে জোরালো দলীল।

উল্লেখ্য, ঈদ মোট ৯টি যথাঃ- (১) ঈদে রামাদ্বান (২) ঈদে কোরবান (৩) ঈদে আরাফা (৪) ঈদে জুমুয়া (৫) ঈদে শবে বারাআত (৬) ঈদে শবে ক্বদর (৭) ঈদে আশুরা (৮) ঈদে নুযুলে মায়েদা (৯) ঈদে মিলাদুন্নবী। সবগুলোই কোরআনে, হাদীসে ও বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

ইন্তেকাল দিবস পালন করা হয় না কেন?

আর একটি বিষয় প্রশ্ন সাপেক্ষ! তা হচ্ছে- নবী করিম (দঃ)-এর শুধু জন্ম তারিখ পালন করা হয় কেন? ইনতিকাল তো একই তারিখে এবং একই দিনে হয়েছিল। সুতরাং একসাথে জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করাইতো যুক্তিযুক্ত। যেমন অন্যান্য মহামানব অলী-গাউসদের বেলায় মৃত্যু দিবসে ওরস পালন করা হয়ে থাকে?

প্রথম উত্তর হলো– আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে নির্দেশ করেছেন নিয়ামত পেয়ে খুশী ও আনন্দ করার জন্য। নিয়ামত পাওয়া জন্ম উপলক্ষেই হয়। যেমন কোরআনে আছে ঃ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا–

অর্থ–**"হে নবী! আপনি একথা ঘোষণা করে দিন-মুসলমানগণ খোদার ফযল ও রহমত পাওয়ার কারণে যেন নির্মল খুশী ও আনন্দ উৎসব করে। ইহা তাদের যাবতীয় সঞ্চিত সম্পদ থেকে উত্তম"**। তাফসীরে রুহুল মাআনী উক্ত আয়াতে 'ফযল ও রহমত' অর্থে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন - ইহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা। রাসূল (দঃ)-এর এক হাজার চারশত নামের মধ্যে ফযল, রহমত, বরকত, নেয়ামত, নূর–প্রভৃতি অন্যতম গুণবাচক নাম- যা গ্রন্থের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নেয়ামত প্রাপ্তি উপলক্ষে শুকরিয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করাই কোরআনের নির্দেশ। সূরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতে নবীজীর জন্মোৎসব পালন করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুছ কোরআনের আলোকেই প্রমাণিত।

(দেখুন তাফসীরে রূহুল মাআনী সূরা ইউনুছ ৫৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা) মোদ্দাকথা– আল্লাহপাক হুযুর (দঃ)-এর আবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দোৎসব করার

www.sunnibarta.com

নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ইনতিকাল উপলক্ষে শোক পালন করতে বলেননি। তাই আমরা আল্লাহর নির্দেশ মানি। ওরা কার নির্দেশ মানে?

দ্বিতীয় উত্তর- নবী করিম (দঃ) নিজে সোমবারের রোযা রাখার কারণ হিসেবে তাঁর পবিত্র বেলাদাত ও প্রথম অহী নাযেলের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ বা ইন্তিকাল উপলক্ষে শোক পালন করার কথা উল্লেখ করেননি। যদি করতেন, তাহলে আমরা তা পালন করতাম। সুতরাং একই দিনে ও একই তারিখে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম এবং ইন্তিকাল হলেও মৃত্যুদিবস পালন করা যাবেনা। এটাই কোরআন-হাদীসের শিক্ষা।

তৃতীয় উত্তর ঃ নবীজী তো স্বশরীরে হায়াতুন্নবী। হায়াতুন্নবীর আবার মৃত্যুদিবস হয় কি করে? কেউ কি জীবিত পিতার মৃত্যু দিবস পালন করে? আসলে ওরা কোনটাই পালন করার পক্ষে নয়। শুধু ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনকারীদেরকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেই এইসব শয়তানী কুটতর্কের অবতারণা করে থাকে। ওরা শয়তানের প্রতিনিধি। আমরা কোরআন নাযিলের আনন্দ উৎসব করি শবে ক্বদরে এবং নবীজীর আগমনের আনন্দ উৎসব পালন করি ১২ই বরিউল আউয়ালে। ওরা কোনটাই পালন করার পক্ষপাতি নয়। আমরা ছুরা ইউনুছের ৮৫নং আয়াতের নির্দেশ পালন করি।

BANGLADESH JUBOSENA

www.sunnibarta.com